দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 18 MAR 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

যতদূর পার শিক্ষা অর্জন কর

টুঙ্গিপাড়ায় শিশু সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী

■ গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি

শিশু-কিশোরদের মন দিয়ে পড়াশোনা করা, মা-বাবা ও শিক্ষকদের কথা শোনা এবং বড়দের মান্য করার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, তোমরা যতদূর পারো শিক্ষা অর্জন করবে। শিক্ষা হবে তোমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ। এ শিক্ষা কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। তোমরা এ শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতে দেশ গড়ে তুলবে, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলবে। খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, মেধা-জ্ঞানচর্চা. পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৬

যতদূর পার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রযুক্তিগত জ্ঞান-সবদিকেই তোমাদের মনোনিবেশ করতে হবে। তিনি বলেন, জাতির পিতাও চেয়েছিলেন এ দেশের প্রতিটি শিশু শিক্ষিত হোক। আমরা সেই চেষ্টা করছি। প্রত্যেকটা শিশুর মাঝে সুপ্ত প্রতিভা রয়েছে, তা বিকাশের সুযোগ করে দিচ্ছি।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৭তম জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় আয়োজিত শিশু সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন শিশু রাফিয়া তুর জামান। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন শিশু ও মহিলা বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করে শিশু ঋত্বিক জিদান। এর আগে সকালে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর সমাধিসৌধে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা বলেন, বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে বাংলাদেশকে স্বাধীনতার চেতনা থেকে 'সম্পূর্ণ ভিন্ন' দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। যে ঘাতকের দল বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে, সেই খুনিদের বিচার আমরা করেছি। বাঙালি জাতি অভিশাপমুক্ত হয়েছে। তিনি বলেন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হচ্ছে বলেই আজ বাংলাদেশ অভিশাপমুক্ত হয়ে ধীরে ধীরে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু স্বাধীনতা বিরোধীদের ষড়যন্ত্র এখনো চলছে। তবে সেই 'ষড়যন্ত্র এখন আর মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারছে না'।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, একুশ বছর এদেশের মানুষ বঞ্চিত ছিল বিজয়ের ইতিহাস জানা থেকে। তার নেতৃত্বাধীন সরকারক্ষমতায় আসার পর মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে; বর্তমান প্রজন্ম 'প্রকৃত ইতিহাস' জানতে পারছে। তিনি বলেন, আমরা চাই, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, সংগ্রামের ইতিহাস ছেলেমেয়েরা জানবে। জেনে তাদের মন-মানসিকতা সেইভাবে তৈরি হবে যে এই জাতি বিজয়ী জাতি, বঙ্গবন্ধু আমাদের হাতে বিজয়ের সেই পতাকা তুলে দিয়ে গেছেন।

এসময় বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনের কারাভোগ, অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করার অভিজ্ঞতা এবং তার ছেলেবেলার বিভিন্ন ঘটনার কথা অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিশুদের সামনে তুলে ধরেন বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু দূরদর্শী নেতৃত্ব দিয়ে ধাপে ধাপে এ জাতিকে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন। এই কাজ করতে গিয়ে জীবনে অনেক বছর তিনি কারাগারে কাটিয়েছেন, বার বার মৃত্যুর মুখে দাঁড়াতে হয়েছে তাকে। তিনি ছিলেন অদম্য সাহসী, নীতি ও লক্ষ্যে স্থির থেকে এগিয়ে গেছেন।

দাদীর কাছে শোনা বাবার কথা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ছোটবেলা থেকেই মানুষকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন বঙ্গবন্ধু। বালক বয়স থেকেই তিনি মানুষের উপকারে বিভিন্ন কাজ করতেন। নিজের জামা, খাবার ও অন্যান্য ব্যবহার্য জিনিস অভাবী মানুষকে বিলিয়ে দিতেন। দুর্ভিক্ষের সময় বঙ্গবন্ধু তার বাবার গোলা থেকে ধান বিলিয়ে দিয়েছিলেন বলেও তিনি জানান। শেখ হাসিনা এ সময় আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বলেন, ছোটবেলায় বাবার হাত ধরে স্কুলে যাওয়ার বদলে তাকে দেখতে জেলখানায় যেতে হয়েছে তাদের। কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ও বাবার সঙ্গে জেলে দেখা করতে হয়েছে।

বাবা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ভাই ছোট্ট শিশু শেখ রাসেলের স্মৃতিচারণ করে শেখ হাসিনা বলেন, মাত্র ৫৪ বছর বয়সে আমার বাবাকে হত্যা করা হয়েছে। রাসেলকে হত্যা করা হয়েছে দশ বছর বয়সে। আজ তাদের ছবির দিকে তাকিয়ে ভাবি, বাবা বেঁচে থাকলে আজকে দেখতে কেমন হতেন। রাসেল বেঁচে থাকলে দেখতে কেমন হতো!

জাতির পিতার আদর্শ নিয়ে শিশুদের এগিয়ে চলার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এ আদর্শ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে আমরা উন্নত সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ে তুলবো, বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবো। শিশু-কিশোররাই হবে সোনার বাংলা গড়ার প্রধান শক্তি।

শিশু সমাবেশ শেষে প্রধানমন্ত্রী হাতের লেখা ও ৭ মার্চের ভাষণ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। পরে শিশু ও মহিলা অধিদপ্তরের উদ্যোগে টুঙ্গিপাড়া ও কোটালীপাড়া উপজেলার দুস্থ নারীদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করেন প্রধানমন্ত্রী।

এরপর গোপালগঞ্জের শিশু শিল্পীরা 'শুধু তোমার জন্য' শীর্ষক কাব্য নৃত্য গীতি আলেখ্য পরিবেশন করে। প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিপরিষদ সদস্য, সংসদ সদস্য, তিন বাহিনী প্রধান ও ঊর্ধ্বতন সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা ছাড়াও বিপুল সংখ্যক আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী ও দর্শক এ অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। পরে প্রধানমন্ত্রী সমাধিসৌধ কমপ্লেক্সে জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র আয়োজিত দিনব্যাপী গ্রন্থ মেলার উদ্বোধন করেন।

বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা: বাঙালি জাতির মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি জন্মদিনের শ্রদ্ধা জানাতে সকাল ৯টা ৪০ মিনিটে প্রধানমন্ত্রী টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধিসৌধে আসেন। ১০টার দিকে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ বঙ্গবন্ধুর সমাধিসৌধে পৌঁছলে প্রধানমন্ত্রী তাকে স্বাগত জানান। পরে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী ধীর পায়ে সমাধিসৌধের বেদীর দিকে এগিয়ে যান। সকাল ১০টা ২০ মিনিটে প্রথমে রাষ্ট্রপতি গোটা জাতির পক্ষ থেকে স্বাধীনতার রূপকার বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এসময় সশস্ত্র বাহিনীর একটি চৌকস দল গার্ড অব অনার প্রদান করে। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী কিছুক্ষণ বেদী পাশে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকার পর পবিত্র ফাতেহা পাঠ করেন। তারা বঙ্গবন্ধুর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া ও মোনাজাত করেন।

এরপর আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ও সাধারণ সম্পাদক জনপ্রশাসন মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ নেতারা বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পরে জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার ফজলে রাব্বি মিয়া বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর সহযোগী সংগঠনসহ বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক পেশাজীবী ও শ্রমজীবী সংগঠনের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর প্রতি জন্মদিনের শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য শেখ ফজলুল করিম সেলিম, কাজী জাফর উল্যাহ, শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু, বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহম্মেদ, এফবিসিসিআই সাবেক সভাপতি কাজী আকরাম উদ্দিন আহমেদ, চিফ হুইপ আসম ফিরোজ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. খোন্দকার নাসির উদ্দিন, শেখ হেলাল উদ্দিন এমপি, আ.ফ.ম বাহাউদ্দিন নাছিম এমপি, খালিদ মাহামুদ চৌধুরী এমপি, পুলিশের আইজি শহিদুল ইসলাম, র‍্যাবের মহাপরিচালক বেনজির আহমেদ, জেলা পরিষদের প্রশাসক চৌধুরী এমদাদুল হকসহ মন্ত্রিপরিষদের সদস্য, সংসদ সদস্য, তিন বাহিনী প্রধান, ঊর্ধ্বতন সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা ছাড়াও বিপুল সংখ্যক আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

বাদ জোহর টুঙ্গিপাড়া বঙ্গবন্ধু সমাধিসৌধ কমপ্লেক্স মসজিদে মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। বঙ্গবন্ধু ভবনে বসেই প্রধানমন্ত্রী মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে অংশ নেন। মধ্যাহ্ন বিরতির পর বিকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা টুঙ্গিপাড়া থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দেন।

এরপর সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য বঙ্গবন্ধুর সমাধিসৌধ অবমুক্ত করে দেয়া হয়। সমাধিসৌধে গোপালগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা মানুষের ঢল নামে। বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উপলক্ষে রং-বেরং এর পতাকা ও তোরণ দিয়ে টুঙ্গিপাড়াকে বর্ণিল সাজে সাজানো হয়।

এদিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে গোপালগঞ্জ কেন্দ্রীয় সর্বজনীন কালিবাড়ী ও লোকনাথ মন্দিরে বিশেষ প্রার্থনা, মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বালন ও প্রসাদ বিতরণের আয়োজন করা হয়।